১৩-০৭-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জগতের এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুখের বন্ধনে যেতে হবে। তাই পুরানো কর্মবন্ধনের কর্মফলের যত হিসেব-নিকেশ আছে, তা চুকিয়ে ফেলতে হবে।"

প্রশ্ন :- জগতের এই যুদ্ধস্থলের অলৌকিক বেহদের মুষ্টিযুদ্ধ কি ? সেই মুষ্টিযুদ্ধে বিজয় প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমাদের এই মুষ্টিযুদ্ধ অলৌকিক বেহদের মায়া-রাবণের সাথে। একেই মল্লযুদ্ধ বলা হয়। এই মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে, কল্প-কল্প ধরে তোমরাই বিজয়ী হয়ে এসেছ। মায়া-রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্তির জন্য ৫ বিকার রূপী ভূতকে দান করতে হবে। একবার দান দিয়ে তা আর কখনও ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। যদি দান দিয়ে ফেরত নাও - কাম, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়ো, তবে কিন্তু সবগুলি বিকাররূপী ভূত আবার জ্বালাতন করতে শুরু করবে।

গীত :- তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তো পাওয়া হয়ে গেছে .....।

. ওঁম্ শান্তি! গীতের এই রেকর্ডের বিষয়, যা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র সম্বন্ধে এসে পৌঁছায়। বর্তমানের এই সময় মায়ার বন্ধনের সময়, যাকে আসুরী বন্ধন বলা হয়। কিন্তু তোমাদের (বি কে-দের) এখন স্বয়ং ভগবানের সাথে সম্বন্ধ। বন্ধনেই দুঃখ - আর সম্বন্ধে সুখ। তাই বলা হয়ে থাকে, দুঃখের বন্ধন কেটে সুখের সম্বন্ধে চলে আসো। ভক্তি-মার্গের ভক্তদেরও একই আহ্বান থাকে। ভগত্ অর্থাৎ যে ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু বাস্তবে দুনিয়ায় এমন একজনও ভক্ত নেই, যে ভগবানকে জানে। আর এই কারণেই ভক্তিমার্গে অর্দ্ধ-কল্প অকাজে অতিবাহিত হয়ে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের সাধনা করতে থাকে ভগবানের সাক্ষাতের জন্য, কত প্রর্থনাও করে। ভগবান কিন্তু সেই একজনই- উত্তরাধিকার সূত্রে তোমরা ওঁনার থেকেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। জাগতিক উত্তরাধিকার সূত্রে যদিও লৌকিক পিতার থেকে কিছু আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তবুও অসীমের অলৌকিক বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হয়, যেহেতু জাগতিক এই বর্সা কেবল দুঃখেই ভরা। কিন্তু অসীম বেহদের উত্তরাধিকারীর বর্সা- তাতে কেবল সুখ আর সুখ। যা কেবলমাত্র তোমরাই তা জানো। তোমাদের বন্ধন ছাড়াবার জন্য বাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে এসে বসেন। তাই তো ওঁনার উদ্দেশ্যে কীর্তনও করা হয় - দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। কিন্তু তোমাদের তা বলতে হয় না বাবা দুঃখ হর্তা-শান্তি কর্তা। সবাই যদি শান্তিধামে চলে যায়, তবে তো সৃষ্টি-জগতে কেউ আর থাকবেই না এখানে। সেই কারণেই বলা হয়, দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। যেহেতু উনি সবাইকেই সুখ প্রদান করেন। অন্যেরা মুক্তি চায়-জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্য। কেবল মুক্তি বললে তো তা আবার মোক্ষ অর্থ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুক্তির সাথে সাথে অবশ্যই জীবন মুক্তিও বলতে হবে। জীবন মুক্তিতেই আসে সুখের সম্বন্ধ। যখন আত্মারা সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। তোমরা এখানে এসেছ, দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। তার সাথে সাথে অপরদিকে সুখের সম্বন্ধের সাথেও জুড়ে যেতে থাকছ। কর্ম-বন্ধনের হিসেব-নিকেশও চুকিয়ে ফেলতে হয়। যেহেতু নতুন দুনিয়ায় দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। শুরুতেই তোমাদের সম্বন্ধ থাকে সুখের সাথে। পরে তা দুঃখের বন্ধন শুরু হয়। এমনই সুখ আর দুঃখের খেলা। তোমরা যেমন অতি সুখ পেয়ে থাকো-তেমনি আবার অতি দুঃখ তোমরাই পেয়ে থাকো।

জগতের অন্যেরা পায় অল্প সুখ আর অল্প দুঃখ। এই ভারতই ছিল স্বর্গ-রাজ্য ও সমস্ত গুণের অধিকারী। এখন যা নরক ও অবগুণে পরিপূর্ণ। যে ভারত সব চাইতে নতুন দেশ ছিল-তার এখন সবচাইতে পুরানো অবস্থা অর্থাৎ জরাজীর্ণ দৈন্যদশা অবস্থা। এতই দুরাবস্থা বর্তমান ভারতের। এখনও এর আরও অনেক দুর্গতি হবে। লোকেরাও বাবাকে ডাকতে থাকে, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য। আর তাই তোমরা বাবাকে অতিশয় প্রিয় বা প্রিয়তম বলে ডাকতে থাকো। জগতের লোকেরা আবার মানুষদেরকেই প্রিয়/প্রিয়া ভাবে। তাই তারা তাদেরকেই প্রিয়তমা বলে ডাকে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, যেহেতু তারা দুঃখী তাই তারা এমন ভাবে ডাকতে থাকে।

. সুখধামে যাবার জন্য তোমরা এখন শ্রীমত অনুসারে পুরুষার্থ করছো। বাবা বলছেন, "প্রতি ৫ হাজার বর্ষ বাদে আমি আসি। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সে জ্ঞান ভরা আছে, যা আদি থেকে অন্তের । অতএব তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী। তোমরা তিন-লোককেও জানো। আমরা আত্মারা মূলবতনে মৌন ভাবে কত শান্তিতে থাকি। প্রকৃত অর্থে আমরা সেই নির্বাণধামেরই বাসিন্দা। তারপর প্রবৃত্তি ধর্মে আসার ফলে এখানে এসে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে থাকি। তোমরা (বি কে-রা) সুখ এবং দুঃখ উভয় প্রকারের পার্ট করে থাকো - যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই তো তোমরা এত চৌখস ও দক্ষ। কেবল তোমরাই ৮৪ জন্ম পাও। ফলে আলোর দিশাও পাও তোমরা। ৮৪ লাখ জন্ম তো কারও হতেই পারে না। মানুষ সর্বাধিক (মনষ্য যোনিতে) ৮৪ জন্ম পায়। যোনি তো কত অনেক প্রকারের হয়। যা কেউ গুণে শেষ করতেও পারবে না। লোকেরা কেবল অনুমান করে যা হোক একটা কিছু বলে দেয়। তোমরা এখন জানতে পেরেছ, কারা কিভাবে ৮৪ জন্ম পেতে পারে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা, আর্য সমাজীরা, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা ৮৪ জন্ম পায় না। তোমরা প্রকৃত বাবাকে জানতে পেরেছ, তাই তোমরা অন্যদের কাছে জানতে চাইতে পারো-গীতার প্রকৃত ভগবান কে ? উনি কি জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা না কি সর্ব গুণ সম্পন্ন ..... স্বর্গের প্রথন রাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ? যদিও এটা খুবই সহজ ধাঁধা। এই ধরণের অনেক ধাঁধা বাবা ছাঁপাতেও দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধিতেই তা বুঝতে পারে। তাই এবার তোমরাই ভেবে দেখো - গীতার প্রকৃত ভগবান কে ? স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা যিনি, একমাত্র তিনিই স্বর্গের রচয়িতা। পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। যার মুখ্য কথাই হল পবিত্রতা পালন করা। আর তার জন্য কেবল একজনকেই মনের বুদ্ধিতে রেখে যোগযুক্ত হয়ে সবকিছু করতে হবে। এর জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে ঘর-সংসার ত্যাগ করতে হবে না। যেমনটা ত্যাগ করে থাকে লৌকিক সন্ন্যাসীরা। তোমাদের তো অলৌকিক সন্ন্যাস। জগতের সন্ন্যাসীরা যা কিছুই করুক না কেন, তারা এই পুরোনো দুনিয়ায় থাকার জন্য পুরোনো দুনিয়ার রীতিতেই তা করে। কিন্তু তোমাদেরকে তো এই স্থুল দুনিয়াকে ভুলে থাকতে হয়। যেহেতু অলৌকিক বেহদের দুনিয়ায় যেতে হবে তোমাদের- যার নাম শান্তিধাম। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি! আর এখানে তো হদের আর বেহদের উভয় সুখই পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই হদ আর বেহদেরও ওপারে যেতে হবে। যেখানে আমাদের আত্মাদের নিজস্ব ঘর অর্থাৎ শান্তিধামে। যেখানে আত্মাদের কোনও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট কিছু করার থাকে না। যেহেতু সেখানে আত্মাদের কোনও ইন্দ্রিয়ও থাকে না। এরপর অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে সত্যযুগে তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্টে যোগ দিতে হয়। পূর্বের কল্পগুলিতে যে যেই পার্ট করেছিলে, কল্প-কল্প সেই একই পার্ট করতে হয়। এসব তথ্য তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ বলতেই পারবে না। কেবল তোমরাই জানো, সুখের কি সম্বন্ধ আর দুঃখের বন্ধন বা কি। তোমাদের এখন এই আসুরী দুনিয়ার মধ্যে অপবিত্র সম্বন্ধের সাথে থাকতে হবে। যেহেতু এখনই সেই ঈশ্বরীয় সম্বন্ধের সাথে থাকার উপায় নেই। তোমরা এত সংখ্যায় আর থাকবেই বা

কোথায় ? এমনটা না হলে তবে তো জাগতিক সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে যাবে। আর আত্মীয়-স্বজনদেরও কোথায় নিয়ে যাবে ? সংসারে বাচ্চাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রথমে ছোট ঘর ছিল - যা মাত্র তিন বর্গ-ফুটের। তখন তোমরা ছোট-ছোট ঘরেই বাস করতে। বাবা বলেন, তেমন ঘর হলেও সেখানে গীতা পাঠশালা খোলো। আগে তো তেমনই ছিল। লোকেরা জানতে চায়, এর শুরু হলো কিভাবে ? বাবা বলেন - তা এমন ভাবেই শুরু হয়েছে। শুরুতে তিন বর্গফুট জমি কেনা দরকার, তারপর ধীরে ধীরে তা এমনই বাড়তেই থাকে যে, বড় বড় বাড়ীও কেনা হয়ে যায়। তখন বাচ্চারাও অনেক আসে - যোগ ভাড়ীও হতে থাকে। মোটর গাড়ী, বাস ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাই বাবা বাচ্চাদের বলেন, প্রথমে তিন বর্গ-ফুট জায়গায় ব্যবস্থা করে পাঠশালা খোলো, তবেই তো তুমি সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। এমনও প্রবাদ আছে, ভগবানই সারা বিশ্বের মালিক। যাই হোক্, তোমরা তো জানো, বিশ্ব অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগৎ- বাবা স্বয়ং কিন্তু সেই বিশ্বের মালিক হন না। বাবা এখানে আসেন, তোমাদের সেবা করার জন্য, যখন সমগ্র নিখিল সৃষ্টি (বিশ্ব-দুনিয়া) দুঃখী হয়ে পড়ে। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সমগ্র বিশ্বের জন্যই। একে কলেজও বলতে পারো। সবারই সদ্গতি হয় এখানে। লোকেরা যেমন দুর্গতিতে এখানেই এসে পড়ে। সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কারও দুর্গতি হয় না। তাই সমগ্র বিশ্ব-জগতেরই কল্যাণ হয় এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা। যা কোনও ধর্ম-শাস্ত্রেও এর বর্ণন নেই। বাবা আরও জানাচ্ছেন, ওনাকে কিন্তু আসতেই হয় সবার সদগতি করার জন্য। তা না হলে মানুষেরা পবিত্র-পাবন হবেই বা কি প্রকারে ? বিকারী রাবণও খুব শক্তিশালী। যতই তোমরা বাবার দিকে যেতে চাও-বিকারী রাবণও ততই সে তার দিকে টানতে থাকে। মায়াও খুব শক্তিশালী। যে কেবল দুঃখের সাগরে টেনে নিয়ে যায়। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের খেলাটাই এমনই। যেমন মুষ্ঠিযুদ্ধে উভয় তরফই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। তাই তো অর্দ্ধ-কল্প তোমাদের যেমন জিত হয় বাকী অর্দ্ধ-কল্প হয় হার। তোমাদের এই মুষ্ঠিযুদ্ধ অলৌকিক বেহদের। তাই একেও যুদ্ধক্ষেত্র বলা যায়। এই যুদ্ধে মায়া-রাবণের থেকে জিত পেতেই হবে তোমাদের। কল্প পূর্বেও ঠিক যেমন ভাবে তোমরা জিত হাসিল করেছিলে। তোমরা এও দেখতেও পাচ্ছো, কে কে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

. কেউ কেউ বলে, বাবা ক্রোধ আসে আমার। বাবা জানান - আরে ক্রোধ তো ভূত। যা একবার দান করে দিয়েছ, তা আবার ফিরিয়ে নিলে, সে তো জ্বালাতন করবেই। একবার যখন ৫ বিকারকে দান দিয়ে দিয়েছ, তবে তো তা থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত। কিন্তু ঘর-সংসার ছেড়ে পালানোটা কাপুরুষতা। বাবা আরও বোঝাচ্ছেন, ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা কেবল গুঁতো আর ধাক্কা খেয়েই আসছো। বর্তমানের এই এক জন্ম যদি পবিত্র থাকতে পারো, তাতেই অনেক অনেক প্রাপ্তি হবে তোমাদের। যা বহু পরিমাণেই। কিন্তু তোমাদের শত্রু যে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, গদাযুদ্ধ খেলার জন্য। শাস্ত্রে তো কৃষ্ণ আর কংসের মল্লযুদ্ধের কথা লেখা আছে। এসবই মায়া রাবণের বানানো কথা। কৃষ্ণের আত্মাও এখন অন্তিম জন্ম নিয়েছে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করে জেতার পরেই সে কৃষ্ণ হতে পারে। এখন তোমাদের যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে। পূর্বের ভারত কত সুন্দর মুকুটধারীদের দেশ ছিল। সূর্য-বংশীদের রাজ-দরবারের ছবি দেখো, সেই মহলগুলি কি সুন্দর হীরে-জহরতে সুসজ্জিত থাকতো। আর এখানেও তো দরবার বসে। রাজকুমারীরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, কিন্তু তা তাদের ক্রমিক মান অনুসারে আসনে বসে। নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে তা অনুমান করো, তাদের সেই দরবার কেমন হতো। রাতের বেলায় কোনও আলোর বাতি বা পোস্ট দেখা যেত না- কিন্তু তার চর্তুদিক জায়গাটা থাকতো কেবল আলো আর আলোয় পরিপূর্ণ। অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান তখনই কাজে লাগে, যা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় না। ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য

বানাবার নিমিত্ত তো তোমরা বি কে-রাই। তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার খোলো। একজন শরীরধারী এই জগতের শঙ্করাচার্য আর এই বাবা নিরাকরী শিবাচার্য। (শিক্ষকরূপী শিববাবা)। বাবা জানাচ্ছেন, তিনি জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমরাও গীতে তা শুনে থাকবে, "বাবা তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তো সমগ্র দুনিয়াটাই পাওয়া হয়ে গেছে।" বাবার থেকে উচ্চ গুণ আর মানের আর কেউ-ই যে হয় না। তোমাদের সকল মনোকামনাই পূর্ণ হয় স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে। সেখানে সকল প্রকারের সুখই পাওয়া যায়। এখন যে সব টেলিফোন, বিদ্যুতের আলো, মোটর-গাড়ী ইত্যাদি কিছুদিন পূর্বেও তো তা ছিল না-যা অল্পদিন আগে হয়েছে মাত্র। বিজ্ঞানের এই আবিস্কারগুলি তখন ওখানে কাজে দেবে। বিদেশে মাত্র ৭ দিনেই সম্পূর্ণ একটা বাড়ী তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু এখানকার মানুষদের বুদ্ধি একেবারেই তমোপ্রধান। এখানকার তুলনায় ওখানকার লোকেদের রজোপ্রধান অবস্থা বলা যায়।

. বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতেই পেরেছ, এই পুরানো দুনিয়ার রূপান্তরের জন্যই মহাভারতের মহাযুদ্ধ হয়ে থাকে। তোমাদের সুবুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। আর তাই তো এভাবে বিকাররূপী যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে থেকে মায়ার মোকাবিলা করতে পারছো। বাবা বলছেন, সম্পূর্ণরূপে যোগযুক্ত হয়ে থাকো। যেহেতু তোমরা প্রকৃত নির্বাণধামের অধিবাসী। যেমন তোমাদের বাবা-তোমরাও তেমনি। বাবা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব তো তোমাদেরকেই দেন। যার বদলে উনি দিব্য-দৃষ্টির চাবী ওনার কাছেই রাখেন। যেহেতু তা কেবল বাবার কাজেই আসবে। বাবা বলছেন, "ভক্তি-মার্গে আমাকে খুশী করতে হয় তোমাদের। তবুও তা আমি কারওকেই দেই না- কেবল তোমাদেরকেই বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি। যা মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়। অবশ্য দিব্য-দৃষ্টির চাবীও কম কিছু নয়। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটক দেখতে থাকো আর যে তা ভালভাবে বুঝতে পারে, সে তার অন্তরে অপার আনন্দও পায়।" বাবা আবার বলছেন, "কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর ব্যাপারেও তো তোমাদের বুঝিয়েছি। আসলে তা কৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী নয়, প্রকৃত অর্থে তা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণের জন্মজয়ন্তী। অথচ জগতের লোকেরা সর্বপ্রথমে কৃষ্ণে জয়ন্তীকেই পালন করে। তবে শিব-জয়ন্তীর কি হলো ? প্রথমে শিবের জন্ম-জয়ন্তী হলে তবেই তো কৃষ্ণের জন্ম হবে। তাই সর্বাগ্রে শিব-জয়ন্তী তারপরেই কৃষ্ণ-জয়ন্তী।এই শিববাবাই ভারতে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করান।" উনি স্বয়ং তা বলেন- "প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে আমিই তোমাদের সেই রাজযোগের শিক্ষা দেই। যখন মহাভারতের সেই মহা-লড়াই হয় তারপরেই নরকের বিনাশ হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হয়।" শিববাবা স্থাপনা করেন স্বর্গের আর রাবণ স্থাপন করেন বেশ্যালয়। শ্রীকৃষ্ণকে এত উচ্চপদের অধিকারী যিনি বানালেন, তাকেই কেউ জানে না। বাস্তবে, শিবের জয়ন্তীই মুখ্য। আর অন্যেরা সবাই তো মনুষ্য জন্মচক্রে জন্ম নিতে থাকে। যারা একসময়ে পূজ্য দেবতা-স্বরূপ থাকে, তারাই পরবর্তীতে পূজারী হয়। এসব রহস্যের ব্যাপারগুলি তোমাদের মনের বুদ্ধিতে আছে। তবে তা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। এগুলি বাবা তোমাদের বোঝান, আবার তোমরাও তা অন্যদেরকে বোঝাও। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রোফেসর এনাদেরকেও বোঝানো দরকার। এই যে স্কুল-কলেজের ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হয়, তা কিন্তু অসম্পূর্ণ জ্ঞান। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন -এদের রহস্যগুলিও বোঝানো দরকার। কিন্তু এসবের কিছুই তো জানে না তারা। তারা কেবল ইংরেজ, মুসলমান ইত্যাদিদের ইতিহাস-ভূগোল নিয়েই পড়াতে থাকে। অসীম বেহদের সেই ইতিহাস-ভূগোল কেবল এই অলৌকিক বাবাই বোঝাতে পারেন। আমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছি। এসো বাচ্চারা, "তোমাদের আমি জানচ্ছি, কিভাবে স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার-রজকুমারী হওয়া যায়। তোমাদেরই যে স্বর্গের রাজকুমার-রাজকুমারী হতে হবে। কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা তারা

পেয়েছিল কিভাবে! কিভাবে এই সূর্যবংশী রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল! এসব জ্ঞান না থাকলে তোমরা জ্ঞানপ্রেমিক দার্শনিক হবে কি প্রকারে! অন্যদেরকেও তা বোঝাবার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি তো জানতে হবে-তারা কিভাবে তার বিচার-বিবেচনা করবে।" ধর্মরাজ বাবা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। যার উর্দ্ধে আর কেউ নেই। কিন্তু এই জগতে তো একে অন্যের থেকে উঁচু। প্রকৃত ধর্মরাজ তো কেবল একজনই। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে হদ (জাগতিক) আর বেহদ (অলৌকিক) -এর পারে তোমাদের প্রকৃত ঘর শান্তিধামে নিয়ে যেতে হবে। দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে থাকতে হবে।

২) সমগ্র বিশ্বের সেবা করার জন্য তিন বর্গ-ফুট জায়গাতেই এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলতে হবে। বেহদের ইতিহাস-ভূগোলকে যেমন পড়তে হবে, তেমনি অন্যদেরকেও পড়াতে হবে।

বরদান :- (অ্যাটেনশন) মনোযোগের বিধি দ্বারা মায়ার ছায়ায় থেকেও নিজেকে নিরাপদে রেখে হট্টগোলের মধ্যেও স্থির ও অচল থাকো।

বিস্তার :- বর্তমান সময়ে প্রকৃতির তমোগুণী শক্তি আর মায়ার সূক্ষ্ম রাজকীয় বোধশক্তি, তারা তাদের নিজেদের সেই শক্তি তীব্র গতিতে বাড়িয়ে চলেছে। বাচ্চারা প্রকৃতির সেই নিদারুণ রূপকে বুঝতে তো পারে, কিন্তু মায়ার অতি সূক্ষ্ম স্বরূপকে বুঝতে গিয়েই ধোঁকা খেয়ে যায়। যেহেতু মায়া তার ভুলকে সঠিক অনুভব করায়। মায়া অনুভব করার শক্তিকেই নষ্ট করে দেয়। মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করার বুদ্ধিধারী বানিয়ে দেয়। তাই 'অ্যাটেনশন' শব্দকে বিশেষ ভাবে চিহ্নত করে মায়ার ছায়ায় থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত রাখো আর হৈ- হট্টগোলের মধ্যেও নিজেকে স্থির ও অচল রাখো।

স্লোগান :- প্রতিটা সংকল্পেই উৎসাহ ও উদ্দীপনার আগ্রহ থাকলে সেই সংকল্প অবশ্যই সফলতা লাভ করে।